আপ্যায়নের ছড়াছড়ি। অনেক সুধীজনের কাছেই এই আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ - অর্থ দিয়ে কি প্রকৃতই সেবার নেতৃত্ব ক্রয় করা যায়? সেবকের মধ্যে যে মনোভাব, আত্মত্যাগ, সহনশীলতা, পরার্থপরতা থাকার কথা তা কি সত্যিই অর্থের বিনিময়ে অর্জন করা যায়? মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় সমিতির অবস্থা কেমন তা তার সদস্য ও জনগণই তার মূল্যায়ন করতে পারে।

৩। সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ

সদ্যগণ সমিতির মূলধনে সমভাবে অবদান রাখে এবং গণতান্ত্রিকভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। সদস্যগণ তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ তাদের প্রিয় সমিতির অর্থভান্ডারে গচ্ছিত রেখে তার মূলধনে অবদান রাখে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যখন দেখা যায় তাদের সেই অর্থ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাগণই অগণতান্ত্রিকভাবে যথেস্ত অপব্যবহার করেন। অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় যে সমিতির যেকোন সভায়ই (মাসিক বা বাৎসরিক) প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয় বিভিন্ন আপ্যায়ন বা যাতায়াত বাবদ। কী পরিমাণ অর্থ আপ্যায়ন বা যাতায়াতে ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে কি সদস্যদের কোন মতামত কখনও নেয়া হয়? না-কি নির্বাচিত কমকর্তাগণ যা ভাল মনে করেন তারই ভিত্তিতে তারা জনগণের অর্থ অপচয় করেন? এ বিষয়টিও মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের আত্ম-মূল্যায়নে থাকা জরুরী।

৪। স্বায়ত্বশাসন এবং স্বাধীনতা ঃ

সমিতি স্বায়ত্বশাসিত ও আত্ম-সহায়তা সংগঠন যা তার সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমিতির স্বায়ত্বশাসন অবশ্যই দায়িত্বশীলতার এক মহান দৃষ্টান্ত। তবে স্বায়ত্বশাসনের নামে কর্মকর্তাগণ যেন কখনই বিস্মৃত না হন যে সদস্যদের আত্ম-সহায়তাদানের কর্মসূচিও যেন পাশাপাশি চলতে থাকে। সদস্যদের আত্ম-সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বাস্তবায়িত করার জন্যেইতো কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করা হয় - একথা তাদের ভুলে গেলে চলবে না।

৫। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য ঃ

সমিতির সদস্যদের, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, ব্যবস্থাপক এবং কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে তারা সমিতির উন্নয়নের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এর সদস্যগণ সাধারণ মানুষদেরকেও সমিতির প্রকৃতি ও সুফল সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এ বিষয়ে যতদূর জানা যায় খ্রিষ্টান সমাজের প্রায় প্রতিটি সমবায় সমিতিতে প্রচলন রয়েছে তার সদস্য, নির্বাচিত প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে - এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শুধু সমিতির উন্নয়নের জন্যেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা নয়, বরং সার্বিকভাবে সমাজের উন্নতিতেও সহায়ক হয় বলেই মনে করি। পাশাপাশি সদস্যগণ যেন মন্ডলী ও সমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে এরূপ শিক্ষণীয় কর্মসুচিও গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরোক্ত, সমিতির সার্বিক তথ্য যেমন আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, বিনিয়োগ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, ইত্যাদি সম্পর্কে সকল প্রকার তথ্যাদিও যেন সদস্যগণ জানতে পারে সে ব্যপারেও নিষ্ঠাবান হওয়া প্রয়োজন যেন কোনভাবেই সদস্যদের মধ্যে এমন কোন ধারণা না জন্মায় যে তাদের সমিতিতে কোন প্রকার অনিয়ম বা কারচুপি চলছে।

৬। সমিতিসমূহের মধ্যকার সহযোগিতা ঃ

স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোগুলোর সাথে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে সমিতি তার সদস্যদের কার্যকর ও শক্তিশালী সমবায়ী আন্দোলন গঠন করতে সহায়তা করে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে কোন সমিতি গঠিত হয় কেবল তার সদস্যদের নিজেদের উপকারের জন্যে নয়; এর মাধ্যমে সমাজের একটি বৃহত্তর আন্দোলন - দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ - এর সাথেও সদস্যগণ সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আর তা করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমবায় সমিতিগুলোর সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা ও চেতনা সদস্যদের মধ্যে জাগ্রত হয় যা তারা তাদের নিজেদের সমিতির কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে।

৭। সমাজের জন্য চিন্তা ঃ

যদিও সদস্যদের প্রয়োজনগুলোকে ঘিরেই সমিতির চিন্তা-চেতনা কেন্দ্রীভূত, তথাপি বৃহত্তর সমাজের টেকসই উন্নতিতেও সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। আজকাল এ ব্যপারে দেশের প্রতিটি খিস্টান সমবায় সমিতিই কমবেশী সচেতন যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় সামাজিক উন্নয়নের নানাবিধ প্রকল্প তারা গ্রহণ করে। নতুন গির্জা নির্মাণ বা পুরাতন গির্জা সংস্কার, ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর উন্নত শিক্ষাদানে সহায়তা, গৃহায়ন, সমিতির কর্মকান্ডের আধুনিকায়ন, বিভিন্ন